জ্ঞানগঞ্জ মাসিক পুথি ১১

বালথাজার সলভিনসের বাংলার নৌকো

২, ৩, ৪ মে, ২০২৪
মধুমঙ্গল মালাকার
নেপালচন্দ্র সূত্রধর
কীর্তিমান ঘোষ
স্মৃতিবক্তৃতা সূত্রে প্রকাশিত

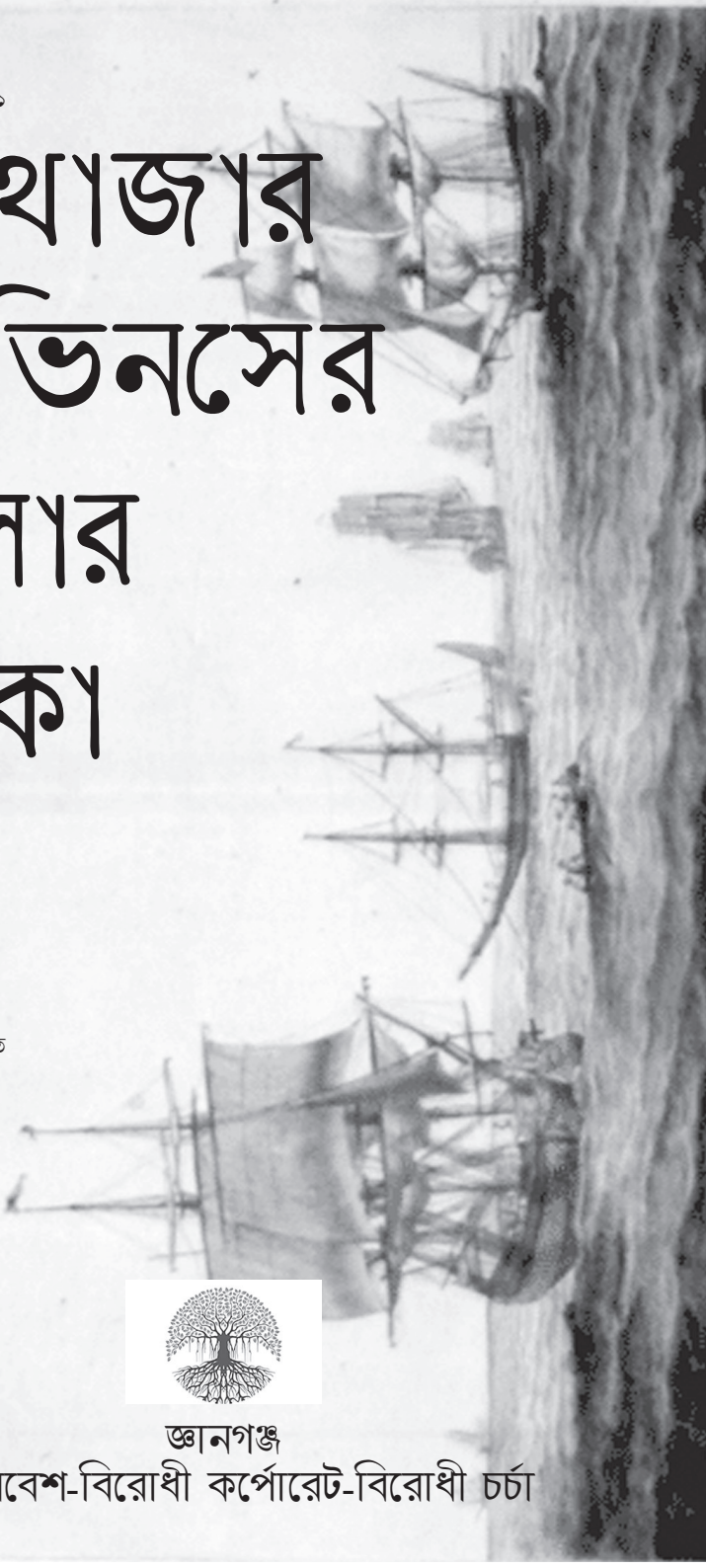

জ্ঞানগঞ্জ
উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা

বালথাজার সলভিনসের বাঙলার নৌকো
Balthajar Solvyner Banglar NoukO

জ্ঞানগঞ্জ মাসিক পুথি ১১
মধুমঙ্গল মালাকার, নেপালচন্দ্র সূত্রধর, কীর্তিমান ঘোষ স্মৃতিবক্তৃতা সূত্রে প্রকাশ পেল

১৭৭০/১১৭৬ *গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন ।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ পরিকল্পনা।। গ্রন্থাগার* প্রকল্পের অধীনে জ্ঞানগঞ্জ ।। উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা, ৪ হিদারাম ব্যানার্জী লেন, কলকাতা - ৯ পক্ষে প্রকাশনা করলেন বহ্নিহোত্রী হাজরা, শমিত সান্যাল, অত্রি ভট্টাচার্য

ছাপা বাঁধাই বাদল ঘোষ, এরিস্টোপ্রিন্ট, ৪ হিদারাম ব্যানার্জী লেন, কলকাতা - ৯

দাম ৬০ টাকা

কপিরাইট-মুক্ত প্রকাশনা

বালথাজার সলভিনসের আত্মকৃতি

বালথাজার সলভিনস

ফিনদেশিয় চিত্রকর বালথাজার সলভিনস (১৭৬০-১৮২৪) উপনিবেশিক কলকাতায় ছিলেন প্রায় বারো বছর বাংলা ১১৯৮ থেকে ১৩১০ পর্যন্ত। সলভিনসের আঁকা ইত্যাদি নিয়ে খুব বেশি কাজ হয় নি। অথচ তাঁর চিত্রকলা আমাদের সে সময়ের বাংলা, বাঙালিকে নতুনভাবে দেখতে শেখায়। তিনি কলকাতার সাধারণ জনগণ, বিভিন্ন পেশার মানুষ, উৎসব, যানবাহন, বাদ্যযন্ত্র নিয়ে প্রচুর ছবি এঁকেছেন।

আমেরকার টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের রবার্ট হারগ্রেভ জুনিয়ার এবং সঙ্গীতকার স্টিফেন স্লাওয়েক আকস্মিকভাবে তাঁর অস্তিত্ব খুঁজে পান। বাংলা ১৩৭১ নাগাদ এক বন্ধুর পাঠানো বার্তা থেকে জানতে পারেন, ভারতের কোনও এক শিল্পীর এচিংএর বই এন্টিক দোকানে বিক্রি হচ্ছে। তিনি বন্ধুকে সাথে নিয়ে দোকানে পৌঁছে বালথাজার সলভিনসের কলকাতায় আঁকা রঙিন ছবির বই আবিষ্কার করেন। সেই দোকানে থেকে, পরে আরও অনেক শহরে তিনি সলভিনসের কলকাতায় আর প্যারিসে প্রকাশিত সব ক'টি বই সংগ্রহ করেন। সলভিনসের এই ছবিগুলো প্রকাশ করে আমরা গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো করলাম।

বালথাজার সলভিনস এন্টওয়ার্পে জন্মগ্রহণ করেন ১১৬৭তে। প্রথম যৌবনে ১১৯৮তে তাঁর কলকাতায় আসা। ১২০৩এ আড়াইশ ছবি এবং ১২০৬এ আরও

অনেক বেশি ছবি নিয়ে একটি বৃহৎ রঙিন বই আ কালেকশন অব টু হান্ড্রেড এন্ড ফিডটি কালার্ড এচিংস ডেসক্রিপটিভ ম্যানার্স কাস্টমস এন্ড ড্রেসেস অব দ্য হিন্দুজ কলকাতায় প্রকাশিত হয়। বইটি তাকে অর্থ দেয় নি। ১২১০এ তিনি কলকাতা ছেড়ে ফ্রান্সে যান। ১২১৫ থেকে ১২১৯ পর্যন্ত ২৮৮টি রঙিন ছবি নিয়ে নতুন চার খণ্ডে 'লে হিন্দু' প্রকাশ করেন। সে সময়ে প্যারিসে তুমুল রাজনৈতিক ডামাডোলে এই প্রকাশনাও অর্থ রোজগারে ব্যর্থ হয়। তিনি নতুন রাজধানী নেদারল্যান্ডে ফিরে যান। প্রথম উইলিয়াম তার কাজে মুগ্ধ হয়ে ক্যাপ্টেন অব পোর্ট নিযুক্ত করেন। তিনি ১২৩১এ মারা যান।

এই পুথিতে আমরা তার নৌকোর ছবিগুলো প্রকাশ করলাম। এই ছবিগুলি এবং সঙ্গের দীনেশচন্দ্র সেনের বাঙলার নৌকো বিষয়ে লেখা এক দশক আগে পরম পত্রিকার একাদশ কল্প, কার্তিক-অগ্রহায়ন ১৪২১এ প্রকাশিত হয়।

বাঙলায় জাহাজ নির্মাণ
দীনেশচন্দ্র সেন

জাহাজ নির্মাণ

কবিকঙ্কণ আর বংশীদাসে বিশদ বর্ণনা আছে। কোষা নামক ডিঙির কথা পল্লী গাথায় পাওয়া যায়। ইশা খাঁর গীতিতে এই কোষার বর্ণনা আছে। ...জাহাজগুলিতে যেটিতে স্বয়ং সওদাগর থাকিতেন এবং যাহা সুসজ্জিত হইত তাহা মধুকর নামে অভিহিত হইত। আমরা কাব্যগুলিতে জাহাজের বহু নাম পাইয়াছি তাহার কোন কোনটি বেশ কবিত্বময়, যথা রাজবল্লভ, রাজহংস, সমুদ্রফেনা, শঙ্খচূড়, উদয়তারা, গঙ্গাপ্রসাদ, দুর্গাবর। কোন কোন নাম প্রাকৃত-যুগের, যথা - গুয়ারেখী, চিয়াঠুটি, বিজু সুজু (বিজয় গুপ্ত)। ইহা পুরাকালে যে বৃহদাকৃতি হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। তখন রাজপুত্র ও সওদাগরের পুত্রের মর্য্যাদা প্রায় তুল্য ছিল। চাঁদ সওদাগর রাজদণ্ড কেন ব্যবহার করেন, লঙ্কার রাজা এই প্রশ্ন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালা দেশে বণিকেরা রাজারমতই সম্মানিত। সপ্তগ্রাম বাঙ্গালার প্রাচীন বন্দর ছিল। এখানে জাহাজ নির্ম্মিত হইত। সমুদ্রযাত্রার প্রাক্কালে সরস্বতী নদী হইতে বণিকেরা মিঠা পানি তুলিয়া নিত। ঐ নদী শুকাইয়া যাওয়ার পর সপ্তগ্রামের ঐশ্বর্য্য হরণ হয় এবং চট্টগ্রাম বঙ্গদেশে প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। চট্টগ্রামে নির্ম্মিত জাহাজে চড়িয়া বাঙ্গালীরা এককালে লঙ্কা, লাক্ষাদ্বীপ, মাটাবাটান প্রভৃতি দেশে যাইতেন। নিলক্ষা শব্দ বোধহয় লক্ষাদ্বীপকে, প্রলম্ব প্রম্বনমকে ও আবর্ত্তনা মাটাবানকে বুঝাইছে। ...চট্টগ্রাম ও তাম্রলিপ্ত বঙ্গদেশের এই দুই বন্দর বিশ্বশ্রুত। চট্টগ্রামের কর্ণফুলীর তীরবাসী বালামী নামক এক শ্রেণীর লোক জাহাজ নির্ম্মাণ করিত। এখনও বালামীদের বংশধরেরা ছোট জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। বালামী নোকো ইহাদের নামানুসারে পরিচিত। চিন পরিব্রাজক মাহুন্দের লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় - একদা তুরস্কের সুলতান আলেকজান্ডিয়ার জাহাজ-নির্ম্মাণপদ্ধতিতে অসন্তুষ্ট হইয়া চট্টগ্রাম হইতে অনেকগুলি জাহাজ নির্ম্মাণ করাইয়া লইয়াছিলেন। আরবী লেখক ইদ্রিশ দ্বাদশ শতাব্দীতে চট্টগ্রামের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন - তিনি সে দেশের নাম করিয়াছেন কর্ণবুল - এই শব্দ কর্ণফুল শব্দের অপভ্রংশ। ১৪০৫ খৃঃ অব্দে চীন দেশের মন্ত্রী চেং হো বাণিজ্য-সম্বন্ধে কতগুলি প্রশ্নের সমাধানার্থ স্বয়ং চট্টগ্রামে আসিয়াছিলেন, এবং ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ আরবীয় পর্য্যটক ইবনবতুতা চট্টগ্রামের জাহাজ চড়িয়া জাবা এবং চীনে গমন করিয়া ছিলেন। ১৫৫৩ খৃঃঅব্দে পর্ত্তুগীজ নানু ডি চোনা (গোয়ার শাসনকর্ত্তা) তাঁহার সেনাপতি দি মান্নাকে চট্টগ্রামে তাঁহাদের একটা বাণিজ্য-কেন্দ্রস্থাপনার্থ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ...চট্টগ্রামে অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক জাহাজের মালিকদের নাম লোকে বলিয়া থাকে - তাঁহারা জগতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালাইতেন। মুসলমান রজত্বের শেষভাগে তাঁহারা জীবিত ছিলেন - রঙ্গ, বসির, মালুম, মদন কেরানি, দাতারাম চৌধুরী প্রভৃতি জাহাজধক্ষ্যদের কোনও কোনও জনের শতাধিক জাহাজ ছিল।

ইঁহারা হার্ম্মাদদিগের অত্যাচারের সময় বৃহৎ নৌসঙ্ঘ লইয়া অগ্রসর হইতেন। এই শ্রেণীবদ্ধ জাহাজগুলিকে শ্লুপবহর বলা হইত। যিনি হার্মাদদিগকে দমন করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে বহরদার বলা হইত। উনবিংশ শতাব্দীর আদিকালেও নাবিকগণের কেহ কেহ জীবিত ছিলেন, পিরু সদাগর, নসুমালুম, রামমোহন দারোগা প্রভৃতির নাম এখোনও শোনা যায়। রামমোহন দারোগার জাহাজ বাণিজ্যদ্রব্য লইয়া স্কটলন্ডএর টুইড বন্দরে গিয়াছিল। চট্টগ্রাম-নির্ম্মিত কতকগুলি জাহাজের বিবরণ সংক্ষেপে আমরা এখানে দিবঃ-

১। বালাম নৌকা - ইহা পূর্ব্বে যত বড় হইত, এখন আর তত বড় হয় না। সাধারণতঃ ইহারা ১৬ দাঁড়ে পাল উড়াইয়া চলে। ইহাদের মধ্যে বড় গুলি ২০০ এমন কি ২৫০ টন ধান্য বোঝাই লইয়া যাইতে পারে। কিন্তু ৫০ টনের অধিক মাল লইয়া ইহাদিগকে সমুদ্র-পথে যাইতে দেওয়া হয় না। এই ক্ষিপ্রগামী বালাম নৌকা যন্ত্রাদির সাহায্য বিনাও অনায়াসে ভারত-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ কাটিয়া চলিয়া যায়। এক সময় ইহারা অতি প্রকাণ্ড হইত।

২। গোধা নৌকা - ইহাও অতি প্রাচীন। এই নৌকাগুলি সচরাচর অতি দীর্ঘ হয়। ইহারা সাধারণতঃ শুঁটকি মাছের কারবারের জন্য ব্যবহৃত হয়। বর্ত্তমান কালে ইহারা সমুদ্রপথে সোনাদিয়া, লালদিয়া, রাঙ্গাবালী প্রভৃতি বঙ্গোপসাগরের দ্বীপপুঞ্জে মৎসের কারবার উপলক্ষ্যে যাতায়াত করে। এই নৌকাগুলি লোহার পেরেক দিয়া আটকানো হয় না। গল্লক নামক বেত দিয়া নৌকাগুলি বিভিন্ন অংশ জোড়া দেওয়া হয়, এবং সেই বেতের অবকাশে শ্যামাগুলি (ছিদ্র) দড়ি, ধুনা প্রভৃতি দ্বারা এমন শক্ত করিয়া আটকান হয় যে, তাহাতে জলপ্রবেশের কোন সম্ভাবনা থাকে না। গোধা নৌকার ভিন্ন ভিন্ন অংশ খুলিয়া রাখা হয়। বর্ষাকালে সেগুলি জোড়া দিয়া নৌকা সমুদ্রযাত্রার জন্য প্রস্তুত করা হয়, ইহাদের গলুই হাঙ্গরমুখো করা হয়। যখন বর্ষাকালে সমুদ্রপথ পর্য্যটন করিয়া বিপুল মৎস্যের পশার লইয়া শত শত গোধা নৌকা কর্ণফুলী নদীতে আসিয়া নোঙর করে, তখন সেই মৎস্যব্যবসায়ীদিগের আত্মীয়স্বজন দামামা, দগড়, ঢোল পিটিয়া ও বাঁশী বাজাইয়া তাহাদিগকে যেরূপ অভিনন্দন করে তাহা একটা দর্শনীয় ব্যাপার।

৩। শ্লুপ নৌকাগুলি অনেকটা বালামের মতই, পর্ত্তুগীজ প্রভাবে কতকটা রূপান্তরিত হইয়া ঐ নাম পরিগ্রহ করিয়াছে। একটি বড় গাছ কুঁদিয়া নির্ম্মিত হয়।

৪। সারেঙ্গা নৌকা - কতকটা ডোঙ্গা বা সালটির মত। এগুলি সমুদ্রে যাইতে সাহসী হয় না।

৫। সাম্পান - অনেকটা হাঁসেরমত আকৃতি, ইহা চীনা নৌকার ধরণে প্রস্তুত।

৬। কোন্দা - চট্টগ্রামে অরণ্যসমূহের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বৃক্ষ কুঁদিয়া এই শ্রেণীর নৌকা তৈরী হয়। ইহা বহু মাল লইয়া যাতাযাত করে, মাঝিরা ইহা লগিদিয়া ঠেলিয়া চালাইয়া থাকে।

...অধুনা মাধব, কালীকুমার ও দ্বারকানাথ জাহাজ নির্ম্মাণে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। আমাদের স্বদেশী নেতাদের ইঁহাদিগকে উৎসাহ দেওয়া উচিত, দুঃখের

বিষয় ইঁহাদের নাম পর্য্যন্ত অনেকেই জানেন না।

পল্লী-গীতিকা-সাহিত্যে নসর মালুম নামক গাথায় (পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, ১-৪৪ পৃঃ) জাহাজ ও সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মালুমেরা সমুদ্রপথের সমস্ত বিষয় অবগত হইতেন, তাঁহারা দীর্ঘ পর্যটনের প্রাক্কালে মানচিত্র আঁকিয়া লইতেন এবং নক্ষত্র দেখিয়া দিক নির্ণয় করিতে পারিতেন। ...জাহাজের অংশগুলির যে নাম চট্টগ্রামে প্রচলিত আছে, তাহার কয়েকটি এখানে দিতেছিঃ- বাক (রিব), কাহন (ফ্লোর), ইরাক (কিল), সুকানকিলা (কীলসন), গুদস্তা (স্টার্ন পোস্ট), রাজ (স্টেম), মাস্তুল (মাস্ট),মাস্তুলের চালুতা (রেক অব দ্য মাস্ট) ইসকা (ব্যাটেন)। নুরন্নেহা ও কবর নামকগাথায় (ঐ, ৯৩-১৩০) নৌ-সৈন্য লইয়া জাহাজের বহর কি ভাবে যুদ্ধ করিতে যাইত তাহার একটা উল্লেখযোগ্য বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

বালথাজার সলভিনসের বাংলার নৌকো

২, ৩, ৪ মে, ২০২৪
মধুমঙ্গল মালাকার
নেপালচন্দ্র সূত্রধর
কীর্তিমান ঘোষ
স্মৃতিবক্তৃতা সূত্রে প্রকাশিত

বজরা

বালাম

ময়নার নৌকো

ভাউলিয়া

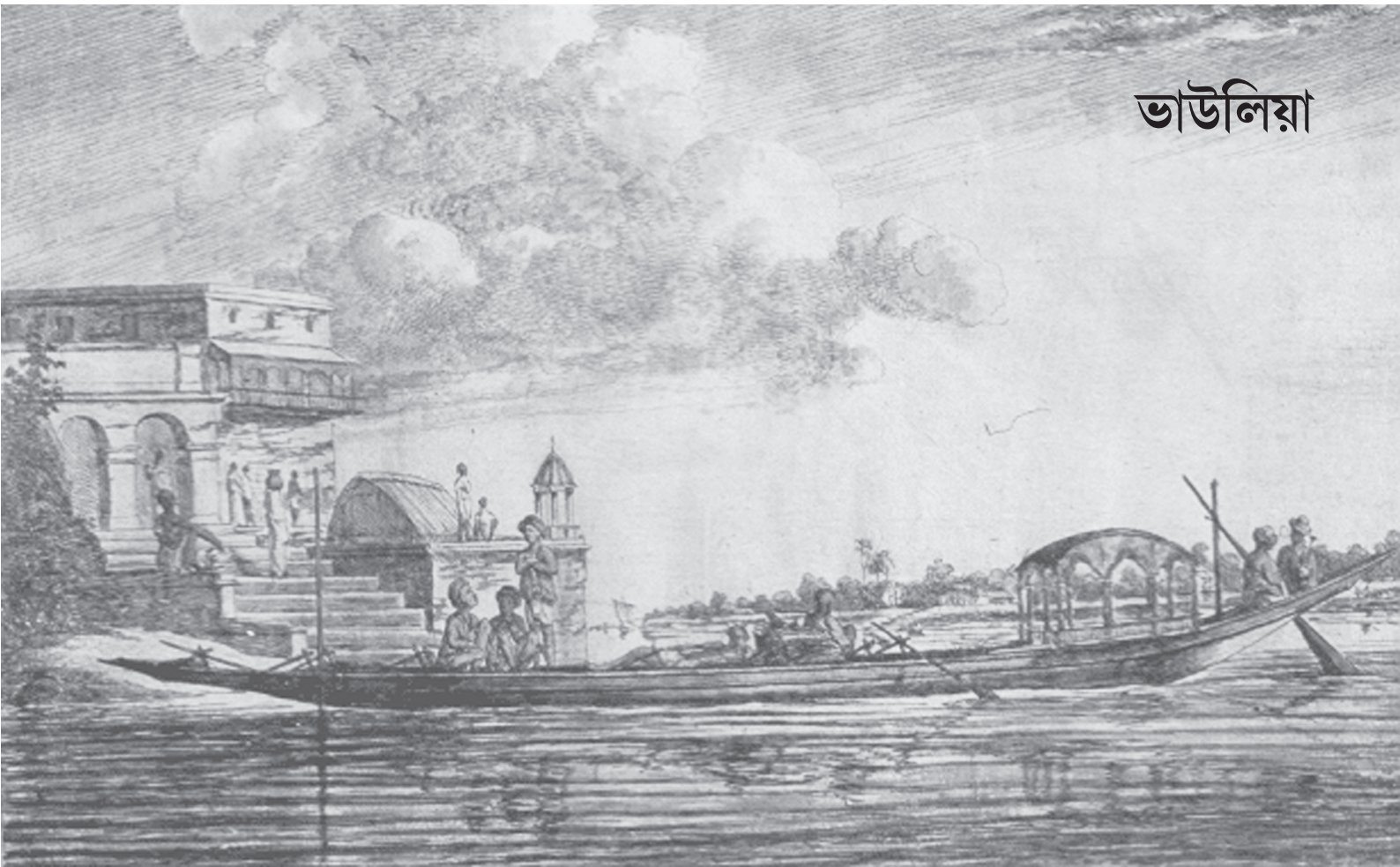

ডিঙি

ডোঙা

দোনি

ফিলচেরা

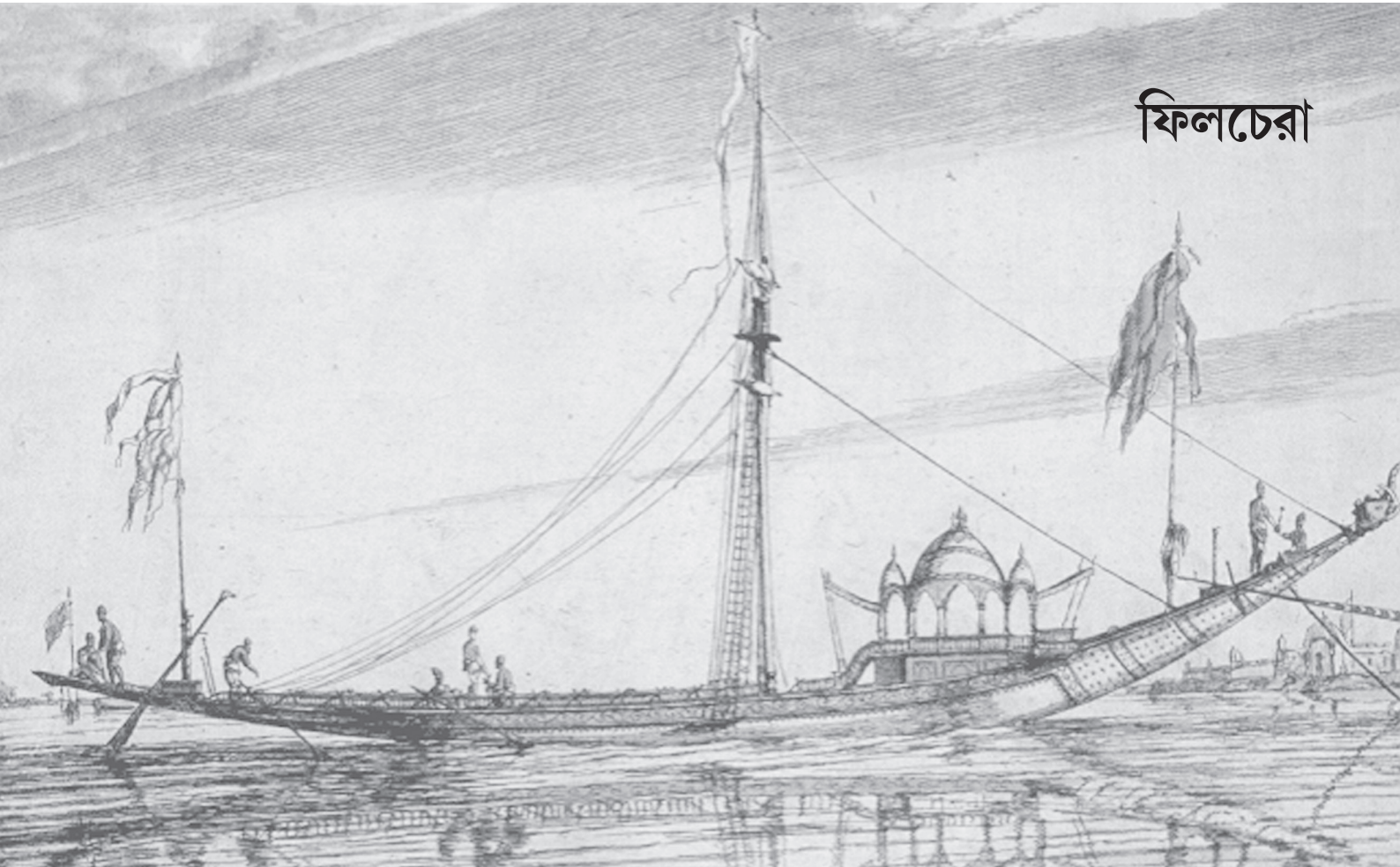

গ্রাব

গুদারা

হোলা

ইটা ডিঙি

জেলিয়া ডিঙি

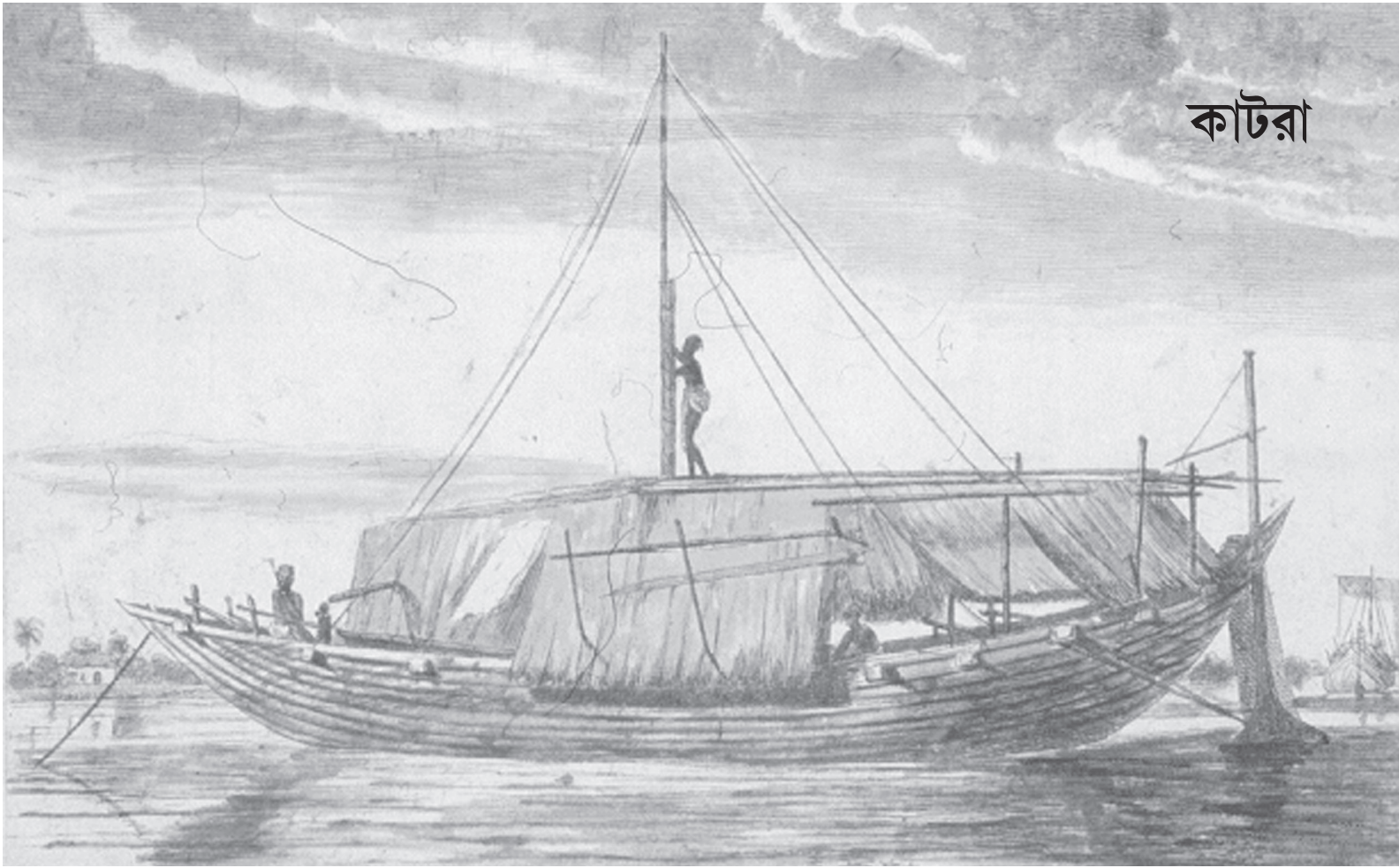

কাটরা

খেলা বা লাল ডিঙি

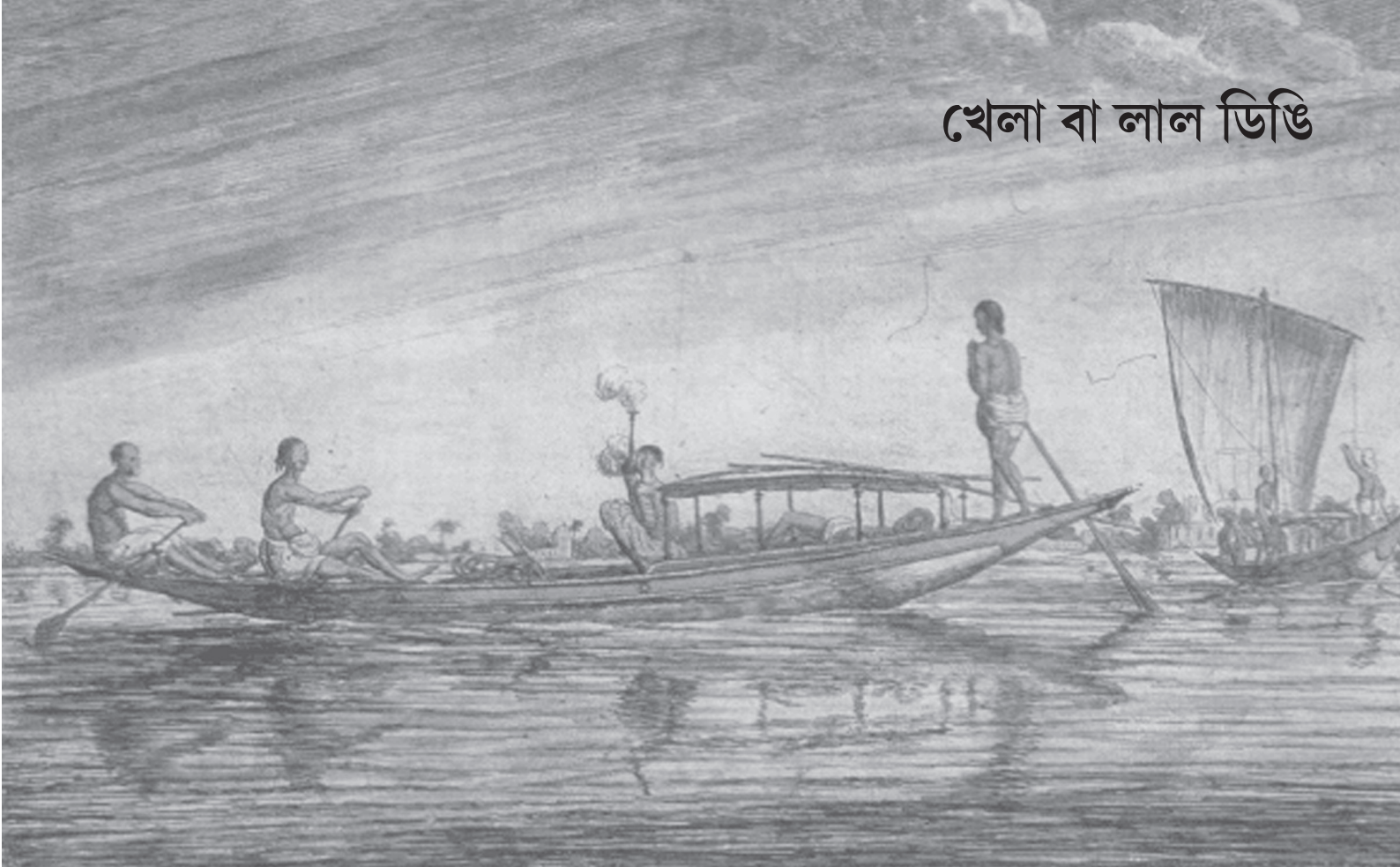

কস

মগরচেরা

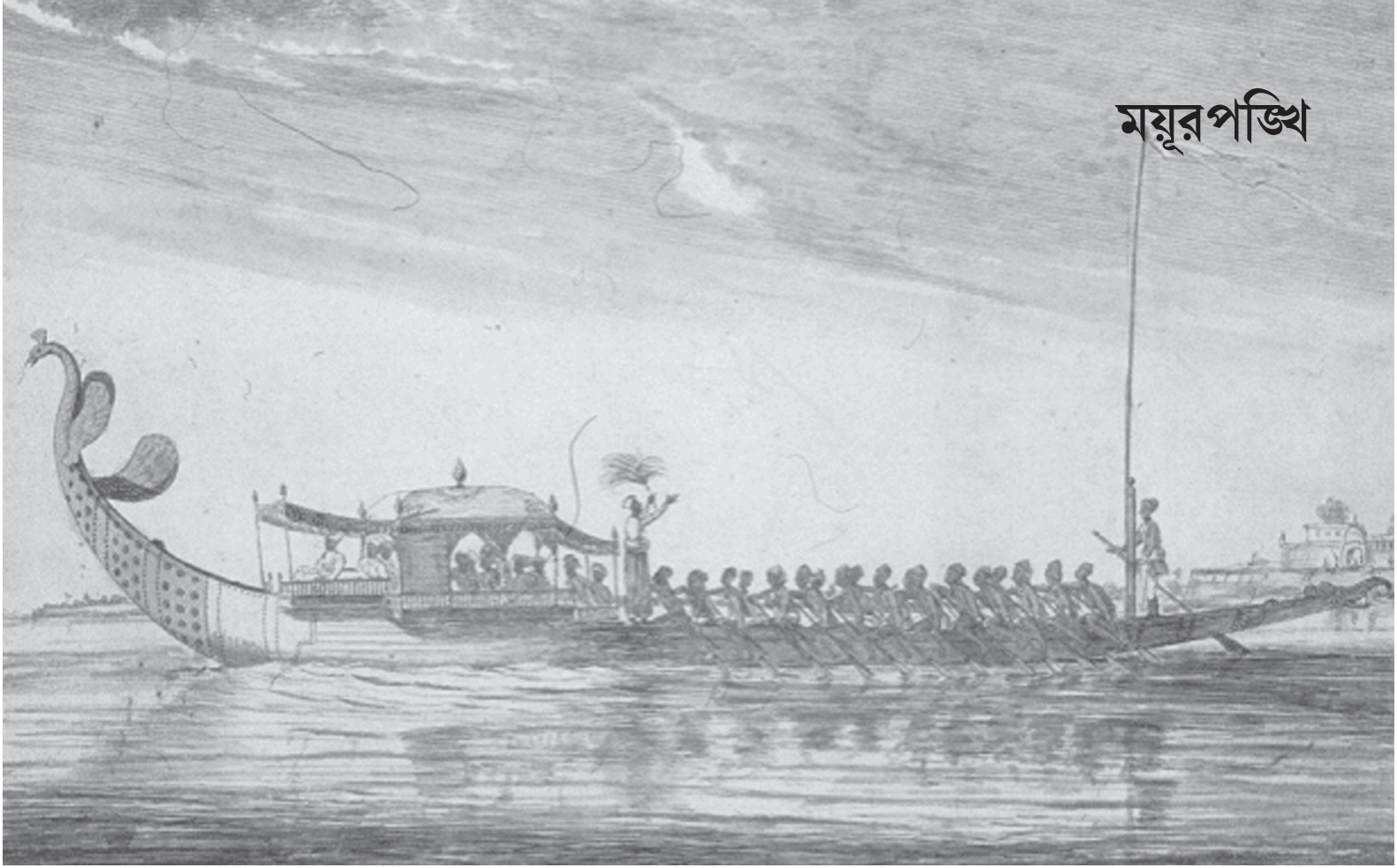

ময়ূরপঙ্খি

পালোয়ার

পাটুয়া

পিনেস

সারাঙ্গা

টো বোট

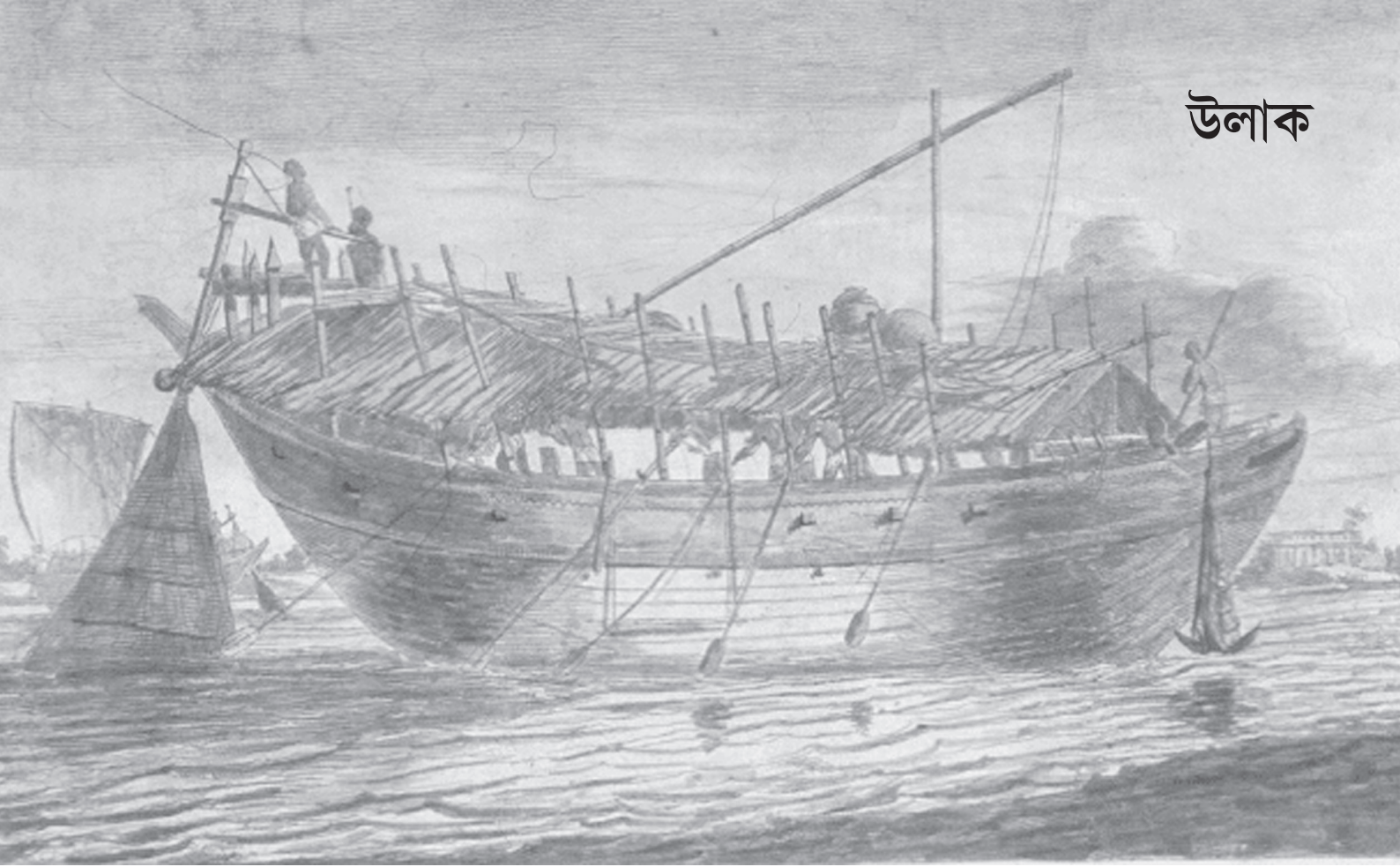

উলাক

নানান নৌকো

১৭৭০/১১৭৬ গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন ।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ পরিকল্পনা।। গ্রন্থাগার প্রকল্প

জনদানে প্রকল্প পরিচালনা

১। ১৭৭০ এবং...
মিল্টন বিশ্বাস এবং দেবোত্তম চক্রবর্তী সম্পাদিত
প্রকাশিতব্য নভেম্বর বা ডিসেম্বর
আপাতত লেখা দিয়েছেন - ক। অনুপম পাল পলাশী পূর্বের কৃষি ব্যবস্থা এবং পলাশীর পরের উপনিবেশিক চাষ কাঠামোর বিস্তার ।। খ। নারায়ণ মাহাত পলাশীর পর জঙ্গমহলের স্বাধীনতা সংগ্রাম [চিকিৎসা ব্যবস্থার জ্ঞানচর্চা বিষয়ে আরও একটি লেখা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন] ।। গ। প্রণব ভট্টাচার্য বাঙ্গলার ইতিহাসের এক বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং কারিগরদের দুর্দশা ।। ঘ। নয়ন তানবিরুল বারি যে কারণে ফুলপুর কবরস্থানে দাফন করেনা কেউ ।। ঙ। বিকাশ এস. জয়নাবাদ রাঢ় বাংলা - বর্গি আক্রমণ থেকে ছিয়াত্তরের গণহত্যা [বিকাশ এস. জয়নাবাদ দাদা স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে একটি লেখা দেওয়ার ।। প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন] ।। চ। বিশ্বেন্দু নন্দ পলাশীর প্রভাবে মেয়েরা অন্তরীণ হলেন, রোজগার আর সম্পত্তির অধিকার হারালেন - একটি সাধারণ ধারণা ।। ছ। ১০০০ বছর বাংলায় ছোটলোক-ভদ্রলোক দ্বন্দ্ব ইতিহাস ।।
ব্যয় আনুমানিক ৭০,০০০ টাকা

২। টেগোর ল্যান্ড ঠাকুর কলোনি প্রকল্প
গবেষণা নেতৃত্ব অত্রি ভট্টাচার্য এবং শাহজাহান আলি
রবিবাবুর শিক্ষা চিন্তায় উপনিবেশিক ভদ্রবিত্তীয় প্রদূষণ এবং তিনি যে জ্ঞান আর শ্রমের মিলিত শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা করেছিলেন নিজের ছেলে আর লক্ষ্মীশ্বর সিংহকে বিদেশে পাঠিয়ে, শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করে, সেই প্রক্রিয়াকে সাবোতাজ করার ইতিহাস আমরা খুঁজছি। নব্য শান্তিনিকেতনি ভাবনাচিন্তার বিরোধিতার কেন্দ্রে আছেন স্যর যদুনাথ সরকার - তিনি ব্রিটিশ আঙ্গিক অনুসরণে শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ব্যবস্থার গোটা ভাবনাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন। মূলত কয়েকটি বিখ্যাত শান্তিনিকেতনি আশ্রমিক পরিবার রবীন্দ্রনাথকে ঠাকুর বানিয়ে যদুনাথ সরকারের ভাবনাকে সামনে রেখে ভদ্রবিত্ত উপনিবেশিক শিক্ষা কাঠামো শান্তিনিকেতনে চাপিয়ে দিয়েছে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নামিয়ে আনার উদ্যম নিইয়েছে যাতে তাদের সন্তানেরা চাকরি করার সুযোগ পায়। এক বিখ্যাত পত্রিকা সম্পাদক রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে কেজি টু পিজি প্রকল্প চালু করেছেন এবং এটা ১৯৪১এর পরে উদ্দাম গতিতে চলেছে, দেশজ মানুষকে উচ্ছেদ করে, তাদের ওপর পরজীবি ভদ্রবিত্তের উপনিবেশ চাপিয়ে দিয়েছে, ঘেটোয় থাকতে বাধ্য করেছে, মিউজিয়ামের মত খোয়াইয়ে হাটে তাদের শোকেস করাচ্ছে। আমাদের কাজ এই সব অভিচারের মূলে পৌঁছনোর।
সময় লাগবে ৮ থেকে ১০ মাস।
আনুমানিক ব্যয় ১ লক্ষ ৫০ টাকা

৩। হকার ব্যবস্থা নিয়ে প্রকল্প
গবেষণা নেতৃত্ব বহ্নিহোত্রী হাজরা, অত্রি ভট্টাচার্য
রেল হকার, পথ হকার নিয়ে অনেকগুলো সমীক্ষা। একটা সমীক্ষা অপ্রচলিত পত্রিকায় প্রকাশিত। শক্তিমান ঘোষের সাক্ষাৎকার নেওয়া চলছে। অন্তত ৩টে বইএর পরিকল্পনা।
সময় ১ বছর
আনুমানিক ব্যয় ২ লক্ষ টাকা

৪। ক্যাডার কয়েদি
গবেষণা নেতৃত্ব অত্রি ভট্টাচার্য
স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ক্রমিকভাবে কেবলমাত্র রাজনৈতিক কর্মীদের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে কোনো সংকলন তৈরী হয়নি। তাই এই সম্পাদিত সংকলনের পরিকল্পনা -

যাতে একইসঙ্গে, অনুবাদ, পুনর্মুদ্রণ, এবং সাক্ষাৎকার থাকবে। সংকলনটির মূল উদ্দেশ্য কমিউনিস্ট চিরকালীন অসুখ/সমস্যা/আমলাতন্ত্র, ভদ্রলোকামি, তথাকথিত 'নিচুতলার' কথা না শুনে, নিজেদের কেন্দ্রীয় কমিটির/ পলিটব্যুরোর বক্তব্য চাপিয়ে দেওয়া [গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা], এবং সেই সিদ্ধান্তগুলির পরিণতি হিসাবে বাম-অবাম-আন্দোলনের অবক্ষয়কে চিহ্নিত করা। সর্বোপরি সিপিআইএম, সিপিআই ও নকশালগোষ্ঠী, ট্রটস্কিপন্থী, গান্ধীবাদী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ'র কিছু জীবিত পুরাতন কর্মীর বয়ান নথিভুক্ত করা- যাতে ক্রনোলজিক্যালি নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিতে নয়, কর্মীদের চোখে বাংলায় বামআন্দোলনের ইতিহাসকে- বৈশ্বিক ও জাতীয় পরিপ্রেক্ষিতে আজ পুনরায় বিবেচনা করা এই সংকলনটির মূল উদ্দেশ্য হবে।

৫। বাংলার সূচি আর বয়ন শিল্পের ইতিহাস
গবেষণা প্রধান কারিগর মহুয়া লাহিড়ী
বাংলার সূচি আর বয়ন শিল্পের ইতিহাস লেখার কাজ নিয়ে এগোচ্ছেন। লেখা এগোচ্ছে। নতুন কিছু সূত্র পেয়েছেন। সেই সূত্রগুলো নিয়ে আরও কাজ করা দরকার। উনি কলকাতা থাকা কালীন একবার দুবার বৈঠক হবে।

৬। বৃহত্তর বাংলার হাট ব্যবস্থা সমীক্ষা
গবেষণা নেতৃত্ব দেবেন বহ্নিহোত্রী হাজরা
কারিগর ব্যবস্থার অবস্থা আর কর্পোরেট আগ্রাসন বুঝতে পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশ হাট ব্যবস্থা সমীক্ষা। পশ্চিমবঙ্গের চারটে ভৌগোলিক অঞ্চল রাঢ় বাংলা, গাঙ্গেয় উপত্যকা, মধ্য বঙ্গ এবং তরাই অঞ্চলের মোট ১০ হাট। বাংলাদেশেরও মোট ১০টা হাট।
সময় অন্তত ১ বছর, হয়ত আরও একটু বেশি
প্রকল্প ব্যয় ১,০০,০০০

৭। মন্দির গবেষকদের কাজের নথিকরণ আর হুগলীর টেরাকোটা মসজিদ মাজার সমীক্ষা
এই মুহূর্তে মন্দির/মাজার গবেষক আছেন, তাদের কাজগুলোকেই নথিকরণ করা হবে।
ইন্দ্রনীল মজুমদারের নেতৃত্ব

দান দেওয়ার জন্যে
জ্ঞানগঞ্জ অছি সবে নথিবদ্ধ হয়েছে, ব্যাঙ্কএকাউন্ট হয় নি। আপাতত আমরা বন্ধু কারিগর সংগঠন কলাবতী মুদ্রার অছিতে দান নিচ্ছি।

Kalaboti Mudra,
bank of india, J N Road Branch,
A/C - 402620110000228, IFSC - bkid 0004026

জ্ঞানগঞ্জ ।। ঔপনিবেশ বিরোধী চর্চা/ কর্পোরেট বিরোধী চর্চা আয়োজিত

আয়োজিত চার পর্বের আলোচনাসভার প্রথম পর্ব

।। ১৭৭০/১১৭৬ গণহত্যা লুঠ গবেষণা আন্দোলন।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ।। গ্রন্থাগার ।।

‘দেশ লুণ্ঠিত হইয়াছে’
ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়া
(১৭৫৭-১৭৯০)

২, ৩, ৪, মে ২০২৪
বৃহস্পতি, শুক্র, শনি ১১ টা থেকে
অনিতা ব্যানার্জি মেমোরিয়াল হল
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

আলোচনা সভা

প্রদর্শনী (বইপত্র, দেশি প্রথার চাষ করা নিরাপদ খাবার, কারিগরি দ্রব্য, নৌকো প্রদর্শনী), খন পালাগান, গমীরা মুখা নাচ, ছাত্র, হকার চাষী কারিগর শ্রমিক অন্য পেশাদারদের গোলটেবিল বৈঠক

কলাবতী মুদ্রা ।। বঙ্গীয় পারম্পরিক কারু ও বস্ত্র শিল্পী সংঘ ।। আর্ট এগেন্সট অপ্রেশন ।। পাঞ্জেরি আর্টিস্টস ইউনিয়ন ।। পরম পত্রিকা ।। অপ্রচলিত পত্রিকা ।। অক্ষরযাত্রা প্রকাশন ।। টানাপোড়েন পত্রিকা।।